দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ফুলগাজী ও পরশুরাম কলেজ কেন্দ্র

নকল ধরার জন্য ৮ জন পরিদর্শক আহত

ফেনী, ১৩ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–ফুলগাজী কলেজ ও পরশুরাম কলেজ কেন্দ্রে নকল করার অভিযোগে কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করায় ক্ষিপ্ত পরীক্ষার্থীরা ৮ জন বহিরাগত পরিদর্শককে মারাত্মকভাবে আহত করেছে। পরশুরাম ও ফুলগাজী থানায় এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ৯ই জুলাই রাতে ফেনী জেলা আইনজীবী ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাগনভূঁইয়া ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজ ও ছাগলনাইয়া কলেজের শিক্ষক এবং বহিরাগত পরিদর্শক দলের সদস্যরা অভিযোগ করেন, ফুলগাজী সরকারী কলেজ ও পরশুরাম সরকারী কলেজ কেন্দ্রে সীমাহীন অনিয়ম ও ঢালাওভাবে নকল হয়েছে। নকলের সুযোগ না পেয়ে তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়া হয়েছে এবং মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছে।

গত ৫ই জুলাই সোমবার এইচ,এস,সি পরীক্ষার সময় সকালে ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয়পত্র ও রসায়ন বিষয়ে পরীক্ষা চলাকালে দাগনভূঁইয়া ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজের শিক্ষক ও বহিরাগত পরিদর্শক দলের সদস্যরা ফুলগাজী কলেজ কেন্দ্রে যান। কেন্দ্রে গিয়ে তাদের দেখতে পান তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ফ্রি-স্টাইলে পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করছে। অপরদিকে কোন পরীক্ষার্থী নকলসহ ধরা পড়লেই উক্ত কলেজের প্রভাষক, ছাত্র সংসদের ভিপি ও জিএস তাদের ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। ওই দিন বিভিন্ন চাপের মুখে পরীক্ষা শেষ হওয়ার আধঘন্টা পূর্বেই পরিদর্শক দলের সদস্যরা কেন্দ্র ছেড়ে চলে আসেন। অনুরূপভাবে গত ৬ই জুলাই পৌরনীতি ১ম পত্র পরীক্ষা চলাকালে বহিরাগত পরিদর্শকদলের সদস্য প্রভাষক আলাউদ্দিন কেন্দ্রের ৭নং কক্ষে একজন পরীক্ষার্থী ও ৭ নং কক্ষে প্রভাষক শাহ আলম একজন পরীক্ষার্থীকে নকলসহ ধরে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্তব্যরত পর্যবেক্ষককে বলেন। কিন্তু পরীক্ষা শেষে দেখা যায় এ দু'জনের কাউকেই বহিষ্কার করা হয়নি। ৪নং কক্ষে একজন পরীক্ষার্থীকে নকলসহ ধরে পরিদর্শক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পর্যবেক্ষককে বলেন। কিন্তু পর্যবেক্ষক রিপোর্ট প্রদান না করে নকলটি ফেলে দেন। অপরদিকে বহিরাগত পরিদর্শক আবুল কাশেম ৫নং কক্ষে গিয়ে কোন পর্যবেক্ষককেই দেখেননি।

এক পর্যায়ে দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে ৫, ৬ ও ৭নং কক্ষের পরীক্ষার্থীরা একযোগে পরিদর্শক দলের সদস্য শাহ আলমকে বেঞ্চের ভাঙ্গা পায়া দিয়ে বেদম প্রহার করে। শাহ আলমের ডান চোখ চিরতরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। পরিদর্শক দলের অপর সদস্য আবুল কাশেম এ সময় তাদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। অবশেষে ছোরার আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দীঘিতে লাফিয়ে পড়ে কোন রকমে বেঁচে যান। প্রভাষক আলাউদ্দিন ইটের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। এ সময়ে পরিদর্শক দলের সদস্যরা পালিয়ে আসলে বাকী সময় পরিদর্শকবিহীন অবস্থায় এ কেন্দ্রে পরীক্ষা চলে। অবশ্য, তখন ওই কেন্দ্রে কোন ম্যাজিস্ট্রেটও ছিল না।

একই দিন পরশুরাম কলেজ কেন্দ্র থেকে বহিরাগত পরিদর্শক দলের ৫ জন সদস্য ফেনী ফেরার পথে সেখানকার বহিষ্কৃত ছাত্র ও কতিপয় যুবকের হাতে পুলিশ প্রহরা অবস্থায় আহত হন। পরশুরাম থানায় এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিদর্শক দলের সদস্য ও প্রভাষকরা অভিযোগ করেন, পরশুরাম ও ফুলগাজী কলেজে নকলের সুবিধার চুক্তিতে ছাত্র ভর্তি ও ফরম-ফিল-আপ করানো হয়। বহিরাগত পরিদর্শকদলের উপস্থিতির কারণে প্রতি বছরের মতো এবার সুবিধা না পেয়ে ছাত্র এবং সেখানকার কতিপয় শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন।

ছাগলনাইয়া কলেজ কেন্দ্রে প্রহৃত বক্তার মুন্সি কলেজের প্রভাষক ও বহিরাগত পরিদর্শক দলের সদস্য আবদুল হালিম সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন, আজাহারুল হক ও শামসু উদ্দিন আহমদের নামে ছাগলনাইয়া থানায় মামলা দায়েরের পরও তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। উপরন্তু তিনি হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন। ছাত্রদলের একজন নেতা তাকে হুমকি দিচ্ছে বলে তিনি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে পর্যবেক্ষক দলের আহতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবদুল হালিম, মতিউর রহমান, আবুল কাশেম, আলাউদ্দিন, মোঃ ইসমাইল, শাহ আলম মজুমদার, সুকুমাল সেন গুপ্ত। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দাগনভূঁইয়ার ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ আনসার আলী সরকার, প্রভাষক মোহাম্মদ আইউব প্রমুখ।